بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (হ্যাম্পশায়ার, অল্টনস্থ) হাদীকাতুল মাহদীতে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ জুলাই, ২০২৩ মোতাবেক ২৮ ওয়াফা, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আহমদীয়া জামা'ত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানে প্রায় চার দশক ধরে খিলাফতের উপস্থিতিতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুরুতে ব্যাপক পরিসরে আয়োজন হতো বলে এখানকার জামা'তকে অনেক বিষয় শেখানোর প্রয়োজন ছিল, যার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ব্যক্তিগত আগ্রহেও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন আর রাবওয়া থেকেও অভিজ্ঞ লোকদের এখানে ডেকে কাজ শিখিয়েছেন, যাদের মাঝে অফিসার সালানা জলসা চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেবও ছিলেন। তিনি (এক্ষেত্রে) অনেক সাহায্য করেছেন। এখানে যথারীতি জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৫ সনে, তাতে সম্ভবত ৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল ।এর পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে একটি জলসা ৮৪ সনেও হয়েছিল, কিন্তু তা খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। আর এর সুচারু পরিচালনা নিয়েও ব্যবস্থাপনা খুবই চিন্তিত ছিল। এখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় বা লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমায় এর চেয়ে অনেক বেশি উপস্থিতি হয়ে থাকে। আর খুবই উত্তমরূপে এই অঙ্গসংগঠনগুলোও (জলসার) ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে।

অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাজ্য জামা'ত (জলসার) ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। এবার যেহেতু তিন-চার বছর বিরতির পর পূর্ণরূপে ব্যাপক পরিসরে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাই ব্যবস্থাপনা পুনরায় (কিছুটা) চিন্তিত যে, আনুমানিক চল্লিশ হাজারের অধিক উপস্থিতিকে আমরা উত্তমরূপে সামলাতে পারব কি-না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আমি আশা করি যে, খুবই উত্তমভাবে আমাদের কর্মীরা তাদের ব্যবস্থাপনাকে সামলাতে পারবে। মাশাআল্লাহ্, এখন এখানে বসবাসকারীরা, বরং এখানে জন্মগ্রহণকারী এবং এখানে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরাও যারা এখন যুবক বয়সে উপনীত হয়েছে অথবা এমন বয়সে উপনীত হয়েছে, যখন স্বজ্ঞানে নিজ কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করার মত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে ।

গত রবিবার আমি তখন পর্যন্ত সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেছিলাম আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি বিভাগে আমি কর্মীদের খুবই কর্মতৎপর ও করিৎকর্মা পেয়েছি। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে যেসব দুঃচিন্তা ছিল তা দূরও হয়ে গেছে। একটি দীর্ঘ বিরতির পর বিস্তৃত পরিসরে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে পাছে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোনো ত্রুটি না প্রকাশ পেয়ে যায়– আল্লাহ্ তা'লাও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপকদের এসব দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন, তবে শর্ত হলো, আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করার দিকে মনোযোগী থাকি। আমাদের কাজ আমাদের কোনো বিচক্ষণতা বা অভিজ্ঞতার ফলে সম্পন্ন হয় না, বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

গত খুতবায় এ কারণে আমি কর্মীদের সংক্ষেপে একথাও বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত থেকে পরিশ্রম, উন্নত চরিত্র আর দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করার মাধ্যমে সকল কর্মী এবং প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়কের নিজ কাজ করা উচিত। এটি হলে আল্লাহ্ তা'লাও আশিসমণ্ডিত করবেন। আমরা নিঃস্বার্থভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য নিজেদের উপস্থাপন করেছি যারা সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছেন।

অতএব পুনরায় আমি কর্মীদের বলছি, যে স্পৃহা নিয়ে (আপনারা) সবাই নিজেদেরকে সেবার জন্য উপস্থাপন করেছেন সেই স্পৃহাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে যতদিনের ডিউটি রয়েছে তা পালন করুন। যেখানে অতিথিদের সেবা করার দায়িত্ব পালন করবেন সেখানে এই বিষয়টিও ভুলে যাবেন না যে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হবে, নিজেদের নামাযেরও সুরক্ষা করতে হবে, এই পরিবেশের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে নিজেদের পবিত্র রাখার চেষ্টা করতে হবে। শুধু ডিউটি পালন করে এটি মনে করা উচিত নয় যে, আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল তা আমরা পূর্ণ করেছি। ইবাদত ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। অতএব শিশু, যুবক, পুরুষ ও নারী যারা ডিউটি দিচ্ছেন, এই দায়িত্ব পালনের প্রতিও দৃষ্টি রাখুন।

এরপর আজ আমি জলসায় আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যেও কিছু কথা বলতে চাই। জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বলছি– এটি মনে করবেন না যে, এই কথাগুলো যা আমি বলতে যাচ্ছি, তা গতানুগতিকভাবে বলছি বা আমি বললাম আর আপনারা শুনে নিলেন– এতটুকুই যথেষ্ট। না! বরং এর ওপর আমল করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, যারা এখানে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, এই জলসা জাগতিক কোনো মেলা নয়। এই জলসায় অংশগ্রহণের পেছনে আমাদের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্য হলো নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত অবস্থাকে উন্নত করা, চারিত্রিক অবস্থাকে উন্নত করা, আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টি করা। অতএব এরূপ চিন্তাচেতনা থাকলে তখন জাগতিক বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ থাকবে না। আর জাগতিক বিষয়াদির প্রতি যদি দৃষ্টি না থাকে তাহলে জলসার কোনো কোনো ব্যবস্থাপনায় কিছুটা ঘাটতি থেকে গেলেও অতিথিরা তা অনুভব করবেন না, আর এটিই মনে করবেন যে, আয়োজকদের পক্ষ থেকে বা জলসার ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে কোনো ঘাটতি রয়ে গেলেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই; আমাদের উদ্দেশ্য কেবল নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত অবস্থার উন্নয়ন সাধন আর তা আমরা জলসার কার্যক্রম ও বক্তৃতামালা দ্বারা উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে করতে পারি।

অতএব প্রথম কথা হলো, প্রত্যেক আগমনকারী ও জলসায় অংশগ্রহণকারী এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করুন, আমরা জলসার সময়ে এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করার পরিবর্তে জলসার পুরো কার্যক্রম শুনব; জলসার নিয়মিত অধিবেশনগুলোর মাঝে যে বিরতি রয়েছে, যা খাবার বা নামায অথবা বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ ইত্যাদির জন্যও হয়ে থাকে, সেটিকেও উত্তমরূপে ব্যবহার করব। অবসর সময় পেলে তাতে কেবল বাজারে কেনাকাটার জন্য ঘুরে বেড়াবেন না, বরং এখানে জামা'তের বইপুস্তকের স্টলে যাবেন যা ইশায়াত বিভাগের পক্ষ থেকে বসানো হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিভাগ যেমন- 'মাখযানে তাসাভীর', 'রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স', তবলীগ ইত্যাদির তাঁবু রয়েছে, আর্কাইভ বিভাগের প্রদর্শনী

রয়েছে– সেগুলো দেখুন আর নিজেদের ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানও বৃদ্ধি করুন। মোটকথা সকল দিক থেকে ষোলো আনা জাগতিক ঝামেলা থেকে পৃথক হয়ে একনিষ্ঠভাবে ধর্মীয় ও জ্ঞানগত উন্নতির উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করুন। এটি হলে তখন পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি হবে, ব্যবস্থাপনা ও আয়োজকদের মাঝে বা আয়োজনে ঘাটতি থাকলেও তা দৃষ্টিগোচর হবে না, এমন প্রিয় এক পরিবেশ গড়ে উঠবে যা প্রকৃত মু'মিনদের পরিবেশের চিত্র তুলে ধরবে। যদি এমনটি না হয় তাহলে আমরা জলসায় সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারব না যা জলসার (মূল) উদ্দেশ্য। দুর্বলতা খুঁজতে আরম্ভ করলে আর অভিযোগ করা আরম্ভ করলে এত বিশাল ও অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় ডজন ডজন অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে। নিখুঁত হওয়া তো সম্ভব নয়, বরং অনেক ঘাটতি বা দুর্বলতা দেখা যেতে পারে যা মনমস্তিষ্কে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ খাবার পরিবেশন বিভাগের কথাই ধরুন, এতে সাধারণত অতিথিদের খাবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সুযোগ সুবিধাই দেয়ার চেষ্টা করা হয়; তরকারি ইত্যাদির যেন ঘাটতি না হয়, খাবার পরিবেশনকারী কর্মীরাও যেন উত্তম ব্যবহার প্রদর্শনের মাধ্যমে অতিথিদের সঠিকভাবে সেবা করে। কিন্তু কখনো কখনো পরিমাণ কম-বেশি হয়ে যায় এবং সঠিকভাবে খাবার সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এতে কোনো রকম রাগ দেখানোর পরিবর্তে হাসিমুখে কর্মীদের অপারগতাকে মেনে নেয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে এমন পরিস্থিতি দেখা দিলে কী আদর্শ রেখে গেছেন? এই ব্যাপারে তাঁর জীবনীর একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। এভাবে লেখা হয়েছে,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার সফরে ছিলেন। কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এজন্য তিনি রাতের খাবার সে সময়ে খান নি যখন খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল এবং অন্য অতিথিদেরও খাওয়ানো হচ্ছিল। কর্মীরা খাবার রেখে দিয়ে থাকবে এবং খাবার খাওয়া হয়েছে কিনা তা না দেখেই কিছুক্ষণ পরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকবে। ব্যবস্থাপনাও এদিকে মনোযোগ দেয় নি যে তিনি (আ.) খাবার খান নি এবং কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। যাহোক, গভীর রাতে তিনি (আ.) যখন ক্ষুধা অনুভব করলেন তখন তিনি খাবারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ব্যবস্থাপনার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তারা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো কেননা খাবার যতটুকু ছিল উপস্থিত কর্মীরা সবাই খেয়ে ফেলেছে, কিছু অবশিষ্ট নেই। রাত গভীর ছিল এবং বাজারও বন্ধ ছিল। কোনো হোটেল থেকেও আনানো সম্ভব ছিল না। কোনোভাবে হুযূর (আ.) জানতে পারলেন, খাবার শেষ হয়ে গেছে এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিতরা তৎক্ষণাৎ খাবার রান্নার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে চিন্তিত। তিনি (আ.) বললেন, চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। দেখ, ডাইনিং টেবিলে রুটির টুকরো পড়ে থাকবে; সেগুলোই নিয়ে এসো। তিনি সেই টুকরোগুলো থেকেই কিছু খেয়ে নিলেন এবং ব্যবস্থাপকদের আশ্বস্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হুযূর (আ.) যদি সে সময় খাবার রান্না করার আদেশ দিতেন তাহলে আমাদের জন্য সম্মানের কারণ হতো। সেবা করার সুযোগ পেয়েছি মনে করে আমরা গর্ব অনুভব করতাম। আর এতে কল্যাণ ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের কষ্ট হবে চিন্তা করে রান্না করা থেকে বিরত রাখেন এবং বলেন, কোনো প্রয়োজন নেই।

সুতরাং এটা সেই দৃষ্টান্ত যা আমাদের নিজেদের সামনে রাখা উচিত। নির্ধারিত সময়ে খাবারের জন্য পৌঁছে না থাকলে বানিয়ে বানিয়ে কথাও বলা উচিত না। যা পাওয়া যায় তা-ই খেয়ে নেয়া উচিত। কখনো কখনো তরকারি শেষ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ডাল রান্না করা হয় যেন অতিথিদের কেউ অভুক্ত না থাকে, কেননা এটি দ্রুত এবং সহজে রান্না হয়ে যায়। তাই অতিথিদেরও উচিত সানন্দে সেটা খেয়ে নেয়া। একইভাবে তিনি এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে,

রুটি যেন নষ্ট না হয়। তিনি জানতেন, লোকেরা রুটির টুকরা ফেলে যায়। এজন্য তিনি বলেছেন, সেটাই নিয়ে এসো আমি খেয়ে নেব। এখানেও আমি অতিথিদেরকে বলবো, রুটি প্রস্তুতকারীদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে যেন রুটি ভালোভাবে সেঁকা হয়। কিন্তু কখনো কখনো হয়তোবা কোথাও কাঁচা থেকে যেতে পারে বা পুড়ে যেতে পারে। বেশি হলে সেটাকে ফেলে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু সবসময় নয়। যদি সামান্য কিছু ত্রুটি রয়ে যায় তাহলে রুটি নষ্ট করা উচিত নয়। এখানে রুটি প্ল্যান্ট চলে। অনেক সময় নিয়ে অনেক পরিশ্রম করে কর্মীরা এখানে কাজ করে। প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো উন্নতিও তারা করে। অতিথিদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই খাবার প্রস্তুতকারী এবং রুটি যারা বানায় তারা কেউ এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি নয়, বরং তারা স্বেচ্ছাসেবক এবং বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তারা সেবা করেন সেটাকে সর্বদা প্রশংসা করুন। উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করা, প্রসন্নচিত্ত হওয়া, একে অপরের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, অন্যদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার স্পৃহা রাখা শুধু কর্মীদের কাজ নয়, বরং অতিথিদেরও বিশেষভাবে এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

যদি সচ্চরিত্র না থাকে তাহলে কিছুই নেই। কেবল কর্মীদের উত্তম আচরণে পরিবেশ শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। বরং উপস্থিত সকলের উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা উচিত। নারী পুরুষ উভয়েই এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিন। আমি আগের বার হাদীসের বরাতে বলেছিলাম যে, হাসিমুখে থাকাও ঈমানের অংশ। হাস্যোজ্জ্বল থাকাও এক ধরনের সদকা। অতএব, এই বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। জলসার ক্ষেত্রে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে নির্দেশনা দিয়েছেন কিংবা অতিথিদের বিষয়ে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তার মানদণ্ড কী? তিনি (আ.) বলেন,

আমি সত্য সত্যই বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজের আরামের থেকে সাধ্যানুযায়ী নিজ ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য না দিবে– মানুষের ঈমান কখনো পূর্ণতা পেতে পারে না। যদি আমার এক ভাই আমার সামনে দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও মাটিতে ঘুমায় আর আমি স্বাস্থ্যবান হয়েও খাট দখল করে নেই যেন সে এতে বসে না যায় তাহলে আমার অবস্থার জন্য পরিতাপ। যদি আমি না উঠি এবং ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে নিজ খাট তাকে না দেই আর নিজের জন্য মাটির বিছানা পছন্দ না করি, যদি আমার ভাই অসুস্থ থাকে এবং কোনো কষ্টে অস্থির থাকে– তাহলে আমার অবস্থার জন্য ধিক যদি আমি তার বিপরীতে শান্তিতে শুয়ে থাকি এবং যতটা আমার জন্য সম্ভব তার আরামের ব্যবস্থা না করি। যদি আমার কোন ধর্মীয় ভাই নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আমার সাথে কোনো কঠিন ভাষা ব্যবহার করে তাহলে আমার ওপর ধিক যদি আমিও জেনেশুনে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করি। জলসার পরিবেশের জন্য এগুলো অত্যন্ত জরুরী। যদিও আমার উচিত ছিল তার কথায় ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজের নামাযে তার জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করা, কেননা সে আমার ভাই এবং আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। যদি আমার ভাই সরল প্রকৃতির হয় কিংবা স্বল্পজ্ঞানী হয় বা সরলতার কারণে তার থেকে কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে তার সাথে কোনো ঠাট্টা করা উচিত না, বা ভ্রুকুটি করে উষ্মা দেখানো উচিত না বা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে তার দোষত্রুটি বলে বেড়ানো উচিত না। এসব হলো ধ্বংসের পথ। যতক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয় কোমল না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নিজ সত্তাকে সবার থেকে ছোট না মনে করবে এবং সকল প্রকার অহংকার দূর না হবে– ততক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন হতে পারে না। জাতির সেবক হওয়াই নেতা হওয়ার লক্ষণ। দরিদ্রের সাথে কোমল আচরণ করা এবং বিনয়ের সাথে কথা বলা খোদার কাছে

গ্রহণযোগ্য হওয়ার লক্ষণ। অন্যায়ের জবাব পুণ্যের মাধ্যমে দেয়া পুণ্যের লক্ষণ। রাগ সংবরণ করা এবং অপমান নীরবে সহ্য করা উচ্চমানের বীরত্ব।

তিনি (আ.) এই নীতিগত নির্দেশনাগুলো তার অনুসারীদের জন্য দিয়েছেন। অতএব, এই হলো মৌলিক নৈতিক গুণ যা সবসময়, বিশেষ করে জলসার দিনগুলোতে অনেক বেশি প্রদর্শন করা উচিত। যদি আমরা এই নীতিতে এই তিনদিন প্রতিষ্ঠিত থাকি তাহলে কিছুটা হলেও এগুলো অভ্যাসে পরিণত হবে আর দৈনন্দিন জীবনেও আমরা এসব কাজ করতে পারবো। কিন্তু শর্ত হলো, এটি যেন মাথায় থাকে যে, আমি আমার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের জন্য জলসায় গিয়েছিলাম। 'আমি জলসাতে কী শিখতে এসেছি'- এই চেতনাই স্থায়ীভাবে সেই সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যা অন্যের অধিকার আদায় করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিজের ওপর আপন ভাইকে প্রাধান্য দেয়া সাধারণ কোনো কাজ নয়, বিরাট সংগ্রামের কাজ। এজন্য তিনি বলেছেন, এটির সম্পর্ক ঈমানের সাথে। তার ঈমানই সঠিক নয় যার মাঝে কুরবানীর এবং অন্যের অধিকার আদায়ের চেতনা নেই। আল্লাহ্ তা'লা কোনো সাধারণ কাজে বড় পুরস্কার দেন না, বরং তাকেই সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত করেন যিনি চেষ্টা-সাধনায় অগ্রগামী। মানুষের অধিকার আদায় করা অনেক কঠিন কাজ। এজন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

কখনো কখনো আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার অধিকার আদায় করা অনেক কঠিন কাজ। সুতরাং প্রত্যেকের এ চিন্তাধারাকে সামনে রাখা উচিত যে, আমরা নিজ সত্তার ওপর নিজ ভাইদের প্রাধান্য দিব। যদি আমাদের প্রত্যেকের মাঝে এরূপ চিন্তা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অন্যের অধিকারও আদায় করতে হবে, তাহলে এমন সমাজ ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজে পরিণত হবে। কেবলমাত্র জলসার তিনদিনই এই ভালোবাসা ও হৃদ্যতা প্রকাশের জন্য হয় না, বরং সারা জীবনই ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে যায়। তিনি এই পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কত সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন! তিনি বলেন, কেউ কোনো কটু কথা বললে আমার প্রতিক্রিয়াও যদি তেমনটি হয় তাহলে আমার জন্য পরিতাপ! তার প্রতি কঠোর আচরণ করার পরিবর্তে আমার উচিত তার জন্য দোয়া করা। এটি সেই সমাজ যা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর এটি সেই সমাজ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার অনুসারীদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। তিনি কত সুন্দর কথা উল্লেখ করেছেন যে, যার মাঝে কিছু বদভ্যাস বিদ্যমান সে আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। আমার জন্য তার চিকিৎসা করা অথবা করানো আবশ্যক। এই কথাটি কেবলমাত্র অন্যের সংশোধনের জন্য নয়, বরং নিজের সংশোধনের জন্যও প্রয়োজন। বরং অন্যের চেয়ে অধিক নিজের সংশোধনের জন্য আবশ্যক, কেননা অন্যের আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা তখনই সম্ভব যখন মানুষ নিজে এ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকবে।

সুতরাং এ সমস্ত ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য অন্যের দোষ খোঁজা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিজেদের হৃদয়গুলোকে অন্যদের জন্য কোমল করতে হবে। নিজের ভেতর থেকে সব ধরনের অহংকার দূর করতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে মেজবানদেরও ভাবা উচিত এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরও অনেক ভাবা উচিত। যদি একে অপরের দোষত্রুটিকে উপেক্ষা করা এবং শান্তি ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন তাহলে এই তিন দিন সেই উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে যার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। অনেক সময় ছোট ছোট কারণে বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায় এবং এমন পরিবেশ তৈরি হয় যে, একে অপরকে গালমন্দ করতে শুরু করে, এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যায়। যদি এরূপ পরিবেশ

সৃষ্টি হয় এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে জলসায় না আসাই উত্তম। অনুরূপভাবে দায়িত্বরত কর্মীরা যদি নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে তারা যেন ডিউটি না করে।

ট্রাফিকের বিষয়ে বিশেষতঃ অভিযোগ এসে থাকে। পার্কিংয়ের স্থান সীমাবদ্ধ। গাড়ির সংখ্যানুযায়ী পার্কিং বানানো হয়। এবার সম্ভবত গাড়ি বেশি হবে, স্থান অপ্রতুল। যদি অন্য কোনো স্থানে প্রেরণ করা হয় তাহলে সহযোগিতামূলকভাবে প্রত্যেক অতিথির সেখানে চলে যাওয়া উচিত। সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মানুষ সহযোগিতা করে থাকে; আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সদস্যদের এরূপ তরবিয়ত আছে। কিন্তু কতক এমন স্বভাবের হয়ে থাকে অর্থাৎ রাগী স্বভাবের হয়ে থাকে অথবা মনে করে, অন্যত্র গেলে আমাদের প্রোগ্রাম নষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের জলসাগাহে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে। তাই এমন মানুষদের খেয়াল করা উচিত, ব্যবস্থাপনার অপারগতাও বুঝা উচিত। যদি জলসার প্রতি এতটাই একনিষ্ঠতা থাকে তাহলে সময়ের পূর্বেই চলে আসুন। এছাড়া যারা ডিউটি করেন তারা এসব লোকের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ানোর পরিবর্তে ভালোবাসার সাথে তাদেরকে বোঝান। আল্লাহ্ তা'লা করুন, পারস্পরিক কঠোর আচরণের একটি ঘটনাও যেন আমাদের সামনে না আসে। আল্লাহ্ তা'লা অতিথিদেরও তৌফিক দিন, তারা যেন কোনো বিভাগের কর্মীকে কোনো ধরনের পরীক্ষায় না ফেলেন এবং আল্লাহ্ তা'লা কর্মীদের মনোবলও বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই তিন দিন যেন কেবলমাত্র আমাদের তারানা ও নযম পাঠ এবং সম্প্রীতি ও ভালোবাসার গুণগান করার দিন না হয়, বরং এই তিন দিনের তরবিয়তের মাধ্যমে সেই অভ্যাস গড়ে উঠুক যা সমাজে ভালোবাসাপূর্ণ এক এমন পরিবেশ প্রতিষ্ঠাকারী হবে যা প্রকৃত ইসলামী সমাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার বিভিন্ন স্থানে আমাদেরকে এরূপ পবিত্র চিন্তাধারা পোষণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে কেবল পুণ্য এবং পবিত্রতা থাকবে। একস্থানে অতিথিদের নিজ দায়িত্বের প্রতি এবং পবিত্র চিন্তাধারার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন,

পুণ্য কেবল একারণে করা উচিত যেন খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং এটি না দেখে যে, এতে সওয়াব হবে কি হবে না; তাঁর নির্দেশের ওপর আমল করা উচিত। ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হয়ে থাকে যখন এই কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ মাঝ থেকে উঠে যাবে। অর্থাৎ কেবল এ চিন্তা যেন না থাকে যে, আমি যে কাজ করব কেবল সওয়াব পাওয়ার জন্যই করব। না, বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। এটি যদিও সত্য যে, আল্লাহ্ তা'লা কারো পুণ্যকর্ম বিনষ্ট করেন না; إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ –আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না। কিন্তু পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদের প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত নয়। কোনো অতিথি যদি এখানে কেবল এজন্য আসেন যে, সেখানে আরাম পাবে, ঠাণ্ডা শরবত পাওয়া যাবে কিংবা সুস্বাদু খাবার পাওয়া যাবে– তবে তার আসা কেবল এসব খাবারের জন্য। যদিও মেজবানের এটি দায়িত্ব- সে যেন যথাসম্ভব অতিথি আপ্যায়নে ত্রুটি না করে এবং তাদেরকে আরামে রাখে আর সে তা করেও, কিন্তু অতিথিদের এমন চিন্তা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ।

অতএব এটি সেই চিন্তাধারা যা প্রত্যেক অতিথির দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কতক অতিথি যাদের কোনো আত্মীয়স্বজন এখানে নেই, জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকেন কিন্তু কখনো

কখনো আবাসনের জন্য এমন এমন দাবি উত্থাপন করে বসেন যা সরবরাহ করা কঠিন হয়ে যায়। একইভাবে আরো কিছু সুযোগসুবিধা সরবরাহ করা সম্ভব নয়, কেননা জলসার এ বিস্তৃত আয়োজনে এসব সুযোগসুবিধা দেয়া সম্ভব নয়। সাধারণত মানুষ তা বুঝতেও পারে। এই কেবল দুদিন পূর্বেকার কথা, একটি পরিবার আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তারা যদিও ব্যবস্থাপনাকে অনেক পূর্বে জানিয়েছিল কিন্তু ভুলবুঝাবুঝির কারণে থাকার ব্যবস্থা সেরূপ করা সম্ভব হয় নি। ফলে তারা কোনো আত্মীয়ের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছে। যদিও তাদের সে আত্মীয়ের বাসাও অনেক ছোটো। নীচে ম্যাট্রেস বিছিয়ে কিংবা বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়বে আর এভাবে মেজবান ও অতিথি উভয়কেই কষ্টের শিকার হতে হবে, কিন্তু এরপরও তারা আনন্দিত যে জলসা শুনতে পারবে। আর এ কথাগুলো তারা আমার জিজ্ঞেস করাতে হাসিমুখেই বলেছিল। কোনো অভিযোগ করে নি।

কতক এমন যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন তাদের প্রকৃতি দেখে আমার মনে হয়, তারা জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকতে পারবে না, কিন্তু তারা আনন্দের সাথে থাকেন। আমার ধারণার বিপরীতে তারা আনন্দের সাথে থাকেন। আর অধিকাংশ লোকই এমন হয়ে থাকে। কিন্তু আবার এমনও অনেক মানুষ হয়ে থাকেন যাদের অনেক অভিযোগ-অনুযোগ থেকে থাকে। খুশিমনে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে যদি এ দিনগুলো কাটানো যায় তবে আল্লাহ্ তা'লা অন্যভাবে এর প্রতিদান দিবেন। এখানেও যেসব আবাসন রয়েছে, তাঁবু বা গণ-আবাসন ইত্যাদি, আমার ধারণামতে সেগুলোও অধিক লোক সমাগমের কারণে ভরে গিয়ে থাকবে। হয়ত এমন ব্যবস্থা করতে হতে পারে যেখানে কষ্টের আশংকা থাকবে, কিন্তু অতিথিদের খুশিমনে তা মেনে নেয়া উচিত। যাহোক, অতিথি-মেজবান উভয়েরই দায়িত্ব হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, যতটা সম্ভব সুযোগসুবিধা সরবরাহ করা উচিত, আর অতিথিদের সামান্য কষ্ট সহ্য করার আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদান দেবেন– এটিও তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে প্রতিদান লাভ করার চেষ্টা করা উচিত।

সমাজে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করা, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তারের জন্য মহানবী (সা.) কী নসীহত করেছেন? একবার মহানবী (সা.)-এর সমীপে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কেমন ইসলাম সর্বোত্তম, কোন ইসলাম সর্বোত্তম? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, অভাবীদের খাবার খাওয়াও এবং পরিচিত বা অপরিচিত সবাইকে সালাম দাও। সমাজে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি সেই অনিন্দ্য সুন্দর মূলনীতি যা অবলম্বন করা হলে একটি শান্তি ও নিরাপত্তাপ্রসারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীতে অনেক বিশৃঙ্খলা কেবল এজন্য হয় যে, দরিদ্ররা (দিন দিন) দরিদ্রতর হচ্ছে।

আজও (পৃথিবীতে) কোটি কোটি মানুষ আছে যাদের দুবেলার খাবার জোটে না। (আবার) খাবারের ব্যবস্থা হলে বাসস্থান নেই। এখানে এই দেশগুলোতে, যাদেরকে ধনী দেশ বলা হয়, এখানেও এমন বিষয় রয়েছে। এখানে যুক্তরাজ্যেও, যেটিকে ধনী রাষ্ট্র বলা হয়, তাদের অবস্থা পূর্বের মতো না হলেও অনেকের তুলনায় ভালো অবস্থায় আছে। হাজার হাজার শিশু পথেঘাটে পড়ে আছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে খাবারও ঠিকমতো জোটে না আবার বাসস্থানেরও ব্যবস্থা নেই। এজন্যই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, ক্ষুধার্তকে আহার করাও। হায়! যদি মুসলমানরা এই মূলনীতিকে অনুধাবন করতো এবং তাদের সরকার নিজ নাগরিকদের অধিকার প্রদানকারী হতো এবং তারা যদি কেবল নিজেদের ভাণ্ডার না ভরে

দরিদ্র ও অভাবীদের অভাব মোচন করে সমাজ থেকে অস্থিরতা ও যুলুম-অত্যাচার দূর করতো! বর্তমানে এ কারণেই অনেক বেশি অস্থিরতা (সমাজে) বিরাজ করছে।

পুনরায় (তিনি) বলেন, সালাম দাও। যাহোক, আমি তো সামগ্রিকভাবে কথা বলেছি। নিজেদের সমাজে সালামের প্রথা প্রচলনের জন্য (তিনি) দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সালাম কেবল মুখে বলে দেওয়ার নাম নয়, বরং মানুষ যখন অন্তর থেকে সালাম করে তখন শান্তি পৌঁছানোর, ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাধারাও হৃদয়ে লালন করে। একে অপরের জন্য পবিত্র আবেগ-অনুভূতি রাখে, তার কষ্ট দূর করার চেষ্টাও করে এবং দোয়াও করে থাকে। অতএব, এই দিনগুলোতে প্রত্যেক আহমদীর শান্তির বার্তা পৌঁছানোর বা আসসালামু আলাইকুমের প্রচলন করার এবং নিজেদের মাঝে একে অপরের জন্য পবিত্র আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত। মানুষ তাদের সাথে প্রফুল্লচিত্তে সাক্ষাৎ করে এবং খুবই আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে সালাম করে যাদের কাছ থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে অথবা তাদের সাথেও প্রফুল্ল হয়ে সাক্ষাৎ করে যাদের সাথে (তাদের) সাধারণ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা তখন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সেই সকল মানুষ, যাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি তিক্ততা রয়েছে, তা দূরীভূত হয় আর অন্তর থেকে একে অপরের জন্য নিরাপত্তার দোয়া করা হয়। অতএব, এই জলসায় এমন লোকদেরও তিক্ততা দূরীভূত করে শান্তির বার্তা পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত এবং সার্বিকভাবে এই পুরো পরিবেশে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং জলসার এই পুরো পরিবেশ পরিপূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে পরিণত হোক বরং উন্নত চরিত্র (অর্জন) ও বান্দার অধিকার প্রদান করা আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হোক। জলসার ব্যবস্থাপনাসমূহের প্রেক্ষাপটে কতিপয় সাধারণ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেগুলোর প্রতি সবার খেয়াল রাখা উচিত।

প্রথম বিষয় হচ্ছে, জলসার (সমস্ত) কার্যক্রম নীরবতা ও মনযোগ সহকারে শুনুন এবং এই চেষ্টা করা উচিত। এমনটি করা উচিত নয় যে, কিছু বক্তৃতা শুনবেন আর কিছু (বক্তৃতা) শুনবেন না। এ বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই আমি বলেছি যে, জলসাগাহে এসে বসুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টিকে কঠোরভাবে অপছন্দ করেছেন যে, কতিপয় বক্তার বক্তৃতা শ্রবণ করা হয় এবং তাদের (উত্তম) অগ্নিঝরা বক্তৃতা পছন্দ করা হয় এবং কতিপয় (বক্তার বক্তৃতা) শ্রবণ করা হয় না। বক্তারা অনেক পরিশ্রম করে বক্তৃতাসমূহ প্রস্তুত করে থাকেন। সকল অংশগ্রহণকারীর জলসার পুরো কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে আধ্যাত্মিকভাবে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

সেইসাথে জলসার দিনগুলোতে যিকরে এলাহী এবং দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। বর্তমানে এমনিতেই মহররম অতিক্রান্ত হচ্ছে, বিশেষ করে আজ ১০ই মহররম। এই দিনগুলোতে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত আর তা এই চেতনা সহকারে পাঠ করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মান-মর্যাদাকে উত্তরোত্তর উন্নীত করুন, মহানবী (সা.)-এর বার্তাকে সাফল্য এবং বিজয় দান করুন, মহানবী (সা.)-এর শরীয়তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন, উম্মতের স্বপক্ষে মহানবী (সা.)-এর যাবতীয় দোয়া থেকে আমরা যেন কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি এবং এই উম্মতকে আল্লাহ্ তা'লা যেন সর্বপ্রকার বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করুন। মুসলমানরা আজ আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নামে কী না করে বেড়াচ্ছে? তারা ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুমতি দিন আর তারা যেন যুগ ইমামকে মান্যকারীও হতে পারে। জুমুআর

দিন দোয়া গৃহীত হয়; এই বিষয়টি দোয়ার মাঝে স্মরণ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নাম নিয়েই আজকের এই দিনেই এসব তথাকথিত মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক বংশধরের ওপর অত্যাচার করেছিল।

বর্তমানে এসব লোক একই অত্যাচার মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী এবং মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের ওপর করছে। বর্তমানে পাকিস্তানে অত্যন্ত কষ্টকর পরিস্থিতি বিরাজমান। জামাতের বিরোধীরা সব দিক থেকে জামাতের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে যাচ্ছে আর বলে, রসূলপ্রেমের কারণে আমরা এসব করছি, আর আহমদীরা নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করছে! অথচ আমাদের ঈমানের ভিত্তিই হলো মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানা এবং তাঁর (সা.) আনীত শরীয়তের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রকৃতপক্ষে আমরাই মহানবী (সা.)-এর আদেশে সাড়া দিয়ে আগমনকারী মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং প্রতিশ্রুত মাহ্দীকে মেনেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রসূলপ্রেম কোন মানে উপনীত ছিল এবং এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কী সম্মানে ভূষিত করেছেন এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন–

একবার আমার নিমগ্নচিত্তে দরূদ শরীফ পাঠ করায় অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে এক সুদীর্ঘক্ষণ নিমগ্নতা ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খোদা তা'লার পথগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম আর তা মহানবী (সা.)-এর ওসীলা (বা মাধ্যম) ছাড়া লাভ করা অসম্ভব। যেমনটি খোদা তা'লাও বলেন, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসীলাহ্)। তখন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কাশফী অবস্থায় আমি দেখলাম, দুজন পানি সরবরাহকারী আসে, একজন ভিতরের পথ দিয়ে এবং অন্যজন বাইরের পথ দিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের (উভয়ের) কাঁধে নূরের মশক ছিল। পানি নয় বরং নূরের মশক বহন করা অবস্থায় ছিলেন এবং তারা বলেন, **হাযা বিমা সাল্লাইতা 'আলা মুহাম্মাদিন (সা.)** অর্থাৎ তুমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি যে দরূদ প্রেরণ করেছ তারই প্রতিদানে এসব নূরের উপঢৌকন দেয়া হয়েছে।

সুতরাং এই ছিল তাঁর রসূলপ্রেমের প্রকৃত চিত্র আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লাও তাঁকে (আ.) পুরস্কারে ধন্য করেছেন। আর তিনি (আ.) অসংখ্য স্থানে এ বিষয়টি প্রকাশ করেন যে, আমি যা কিছু পেয়েছি মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আর তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে এবং রসূলপ্রেমে বিলীন হয়েই লাভ করেছি। সুতরাং তোমরা আমাকে কীভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে পৃথক বলে মনে করো? মোটকথা, এ দিনগুলোতে যিকরে এলাহীর পাশাপাশি বিশেষ করে দরূদের প্রতি মনোযোগ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে যেসব কল্যাণরাজির প্রতিশ্রুতি দান করেছেন সেগুলোকে অচিরেই সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃতি দান করুন।

জলসাগাহে বিশেষ করে মহিলারা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, যেসব শিশুর কিছুটা বোধবুদ্ধি রয়েছে তাদেরকে এই বিষয়টি বোঝান যে, জলসার সময় তাদের নীরবে বসতে হবে। শৈশবের তরবিয়তই মননে, মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে যায়। যেসব মহিলা শিশুদের মার্কিতে বসেন তারাও কথাবার্তা কম বলে জলসার কার্যক্রম মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন। এমন অভিযোগ আসে যে, শিশুরা হৈ-চৈ কম করে; মহিলারা তাদের অজুহাতে পরস্পর বেশি কথা বলে। সুতরাং এদিকে খেয়াল রাখা উচিত।

অনুরূপভাবে নিরপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ ও নারী জলসাগাহে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে তার পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এটি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট বড় একটি মাধ্যম। অনুরূপভাবে যেসব দিকনির্দেশনা আপনাদের অনুষ্ঠানসূচিতে লিখিত আছে সেগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং তা পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বোত্তম উপায়ে জলসা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন; সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন আর আমাদের ওপর তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)